অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে নির্বাচনের এ সম্ভাব্য তারিখের কথা বলেছেন। প্রধান বিরোধী দলগুলো ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে নির্বাচনী প্রচারে। শুরু করেছে মাঠ দখলের প্রক্রিয়া। মাঠ দখলের জন্য ভাড়া করা হচ্ছে নামী সন্ত্রাসীদের। নির্বাচন এগিয়ে আসায় তাদের দাম বাড়ছে। রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় আশ্রিত সন্ত্রাসীরা এখন নির্বাচনী মাঠে।

দেশে এখন চলছে জমজমাট অস্ত্রের বাজার। কাটা রাইফেল, চাইনিজ রাইফেল বা একে-৫৬ ভাড়া পাওয়া যায় সহজে। কেনাও সহজ। অস্ত্র ও কালো টাকাই এখন নির্বাচনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক শক্তি। অস্ত্রের বাজারের সম্প্রসারণে শঙ্কিত সচেতন মানুষ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইতিমধ্যে অস্ত্র উদ্ধারে নিয়েছে পুলিশের বিশেষ অভিযান। এ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে সীমিত হারে। টপ সন্ত্রাসীরা অগেই জেনে যাচ্ছে পুলিশি অভিযানের কথা। ধারণা করা হচ্ছে দেশে প্রায় তেরো লাখ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে।

এই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ওপর নির্ভর করছে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্তরিক। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য নিতে হবে আরো কার্যকর পদক্ষেপ। বৈধ লাইসেন্সধারী অস্ত্রের ওপরেও নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে দিপু চৌধুরীর মত রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের।